Through Knowledge towards jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিন

রোলঃ 21500323

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিন

রোলঃ 21500323

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিন,আইডিঃ২১৫০০৩২৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তানজিন

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tanjim Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

তানজিন

আইডিঃ 21500323

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 7

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফজিলত..12

উপসংহার 22

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

মসজিদ আল্লাহর ঘর।এটা হলো প্রতিটি মুমিনের জন্য এক একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো সেখানে সালাত আদায়,কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা।

এই দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে উত্তম স্থান হচ্ছে মসজিদ। মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম।

মসজিদে যে শান্তি পাওয়া যায় সে শান্তি আর কোথাও পাওয়া যায় না। আল্লাহতালা আমাদের সবার শান্তির জায়গাটি করেছে মসজিদ।একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের মসজিদ নির্মাণ করতে হবে।

এক বর্ণনায় আছে যে ব্যক্তি কোন মসজিদ তৈরি করবে, _
হোক না তা পাখির বাসার সমান বা তার চেয়েও ছোট আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।
মসজিদ নির্মাণে সাহায্য সহায়তা নির্মাণ সমতুল্য ফল দায়ী পুণ্যময় ইবাদত ও মর্যাদাপূর্ণ।

হযরত হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরুপ ঘর তৈরি করে রাখবেন।” (বোখারী হাদিস:৪৫০)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হল বাজার মুসলিম

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সাওয়াব মৃত্যুর পর ও অব্যাহত থাকে।

যতদিন মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, ততদিন নির্মাণকারী এর সাওয়াব পেতে থাকে। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষনা বেক্ষনকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন।

পবিত্র কুরআনে অনেক সাধ হয়েছে, তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি,সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য ভয় করেনা।

অতএব আশা করা যায় তারা হবে সৎ পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।
(সূরা: তাওবা, আয়াত :১৮)

একটি মসজিদ তৈরি করা আমাদের এই পৃথিবীতে আমাদের দ্বীনকে কে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটবর্তী করে না,যারা মসজিদে প্রবেশ করে তাদেরও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু মসজিদ নির্মাণের সাওয়াব বলেছেন,আমাদের উচিত তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং অভাবীদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা।

মানুষ হিসেবে আমরা যেমন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি।তেমনি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক মহল্লার আমাদের মসজিদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার।এটা মুসলমানদের দায়িত্ব ও বটে। গুরুত্ব সহকারে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে ইবাদত বন্দেগীর প্রথম শর্ত পাক-পবিত্র হওয়া। দেখা যায় অনেক মসজিদে এসবের পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া মসজিদ থাকে অপরিছন্ন। এ সকল সমস্যা করতে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।
মুমিনের জীবনের সবক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, আর এই যে মসজিদ সমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।
অন্যান্য স্থানের উপর মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে মহান আল্লাহ মসজিদ কে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন

মসজিদ কেবল ইবাদত বন্দেগীর জন্য নয় এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বটে। হাদিসের ভাষা অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদি শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ। নামাজের সাথে ইসলামের এ মহান উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত রয়েছে তা অর্জনে প্রয়োজন সামাজিক বন্ধন। আর এ সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠায় মজিদ ও জামাতের বিকল্প নেই।
এই উম্মতের ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত রাখতে মসজিদ ও জামাতের ভূমিকা অপরিসীম।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অপরদিকে জামাত ত্যাগকারি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি মসজিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মসজিদের হক ও আদব শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন হাদীসে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা ফুটে উঠেছ।

মসজিদের মাধ্যমে আমরা সবাই এক হতে পারি। ইসলামি বন্ধন তৈরি হয়।

ইবাদত ও আমাদের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ রাখে। মসজিদকে সমুন্নত রাখা আল্লাহর নির্দেশ। মসজিদকে সমুন্নত রাখার অর্থ হলো, যে উদ্দেশ্যে মসজিদের নির্মাণ সে উদ্দেশ্য যথার্থভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। মসজিদ নির্মাণ করা, সংস্কার করা, সম্প্রসারণ করা, ইবাদত বন্দেগীর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 'আল্লাহ তাআলা যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' *(আন-নূর, ২৪/৩৬)*। এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য।

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন'।জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন'।

উক্ত হাদীছে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা টিড্ডির বাসার ন্যায় ঘরে তো আর ছালাত আদায় করা সম্ভব নয়। মসজিদ হতে হবে সাদাসিধে এবং কারুকার্য মুক্ত। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ 'ক্বিয়ামত ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের সৌন্দর্য ও শোভাবর্দ্ধন নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে'।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال ‘আল্লাহ তাআলা যেসব গৃহকে সমুন্নত করতে এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে’ *(আন-নূর, ২৪/৩৬)*। এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ ও সামষ্টিক আত্ম-নিবেদনের স্থান ‘মসজিদ’, ‘বায়তুল্লাহ’ বা আল্লাহর ঘর। পবিত্র কোরআনে আছে, ‘নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর।’ (সুরা : জিন, আয়াত : ১৮)

মসজিদকে ভালোবাসা, মসজিদে বেশি সময় অবস্থান, মসজিদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, মসজিদের উন্নতি সাধন, মসজিদের আদব রক্ষা করা ইত্যাদি মসজিদের হক ও মসজিদ আবাদ রাখার শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর...।

’ (তাওবা, আয়াত : ১০৮)

ইসলামের শর্ত মেনে যে মসজিদ নির্মিত হয়, স্থান সংকুলান না হওয়া, ভগ্নদশা, জড়াজীর্ণাবস্থা ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা ছাড়া তা ভেঙে ফেলা জায়েজ নয়। তবে পুরনো মসজিদের সংস্কারে অসুবিধা নেই।’ (রদ্দুল মুহতার : ১৪/৪৩২)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি, ‘ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর জিকির (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো নষ্ট ও বিরান করতে চেষ্টা করে?’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১৪)।

মসজিদ আবাদ তথা সম্মান ও পবিত্রতার তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা (ঈমানদাররা) এ রকম ঘরসমূহে (ইবাদত-বন্দেগি করে) যেগুলোর আদব-সম্মান রক্ষা করার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর জিকর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

’ (সুরা : নুর, আয়াত : ৩৬)

মসজিদ নির্মাণ, সংরক্ষণ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত ও সৌভাগ্যের বিষয়। প্রিয়নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য (অন্য কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নয়) মসজিদ তৈরি করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ওইরূপ ঘর তৈরি করবেন।' (বুখারি)

এ প্রসঙ্গে হজরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহর (রা.) এক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি কোনো মসজিদ তৈরি করবে—হোক না তা 'কাতাত' পাখির বাসার সমান বা তার চেয়েও ছোট, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।'

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীদের সিদ্ধান্ত হলো, মসজিদ নির্মাণে সাহায্য-সহায়তা মসজিদ নির্মাণ সমতুল্য ফলদায়ী পুণ্যময় ইবাদত ও মর্যাদাপূর্ণ।

প্রিয়নবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য (জান্নাতে) একটি ঘর তৈরি করবেন, যা তার তুলনায় দৈর্ঘ-প্রস্থে বড় হবে।' (আহমদ)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ছিল। সে মসজিদ ঝাড়ু দিত। এক রাতে সে মারা গেল। সকালে যখন তা রাসুলকে (সা.) জানানো হলো, তখন তিনি (সা.) বলেন, 'তোমরা আমাকে রাতে জানাওনি কেন?' তারপর তিনি (সা.) সাহাবিদের নিয়ে তার কবরের পাশে গেলেন, (জানাজার) তাকবির পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

' (ইবনু মাজাহ)

এতে বোঝা গেল, মসজিদ ঝাড়ু দেওয়াও বরকতময়, স্বয়ং নবী করিম (সা.) ওই নিগ্রো মহিলার জন্য দোয়া করেছিলেন।

'ইসলামী শরিয়া' অনুযায়ী, যে স্থানে একবার মসজিদ হয়ে যায় তা কিয়ামত পর্যন্তই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে'। এছাড়া যেখানে নামাজ আদায় করা হয়েছে, ওই স্থান অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করাও অবৈধ। (সুরা বাকারার ১১৪ নম্বর আয়াত, মুসলিম শরিফের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়, ফাতহুল কাদির, ফাতওয়া রশিদিয়া : ৫/৪৪৬, আদাবুল মাসজিদ : ৩৯, আশরাফুল ফাতওয়া : ৩/৩২৮ ইত্যাদি)

হানাফি মাজহাব মতে যেসব মসজিদের কার্যক্রমে জামে মসজিদের শর্ত ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, ওই সব মসজিদ স্ব-স্থানে বিদ্যমান অবস্থায় আবাদ রাখা একান্ত জরুরি। জড়াজীর্ণ মসজিদের সংস্কার ও মুসল্লিদের ইবাদতের জন্য অধিকতর উপযোগী করা 'জরুরিয়াতে দ্বিন' বা ধর্মীয় বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ। মসজিদ পবিত্র স্থান। যেখানে নামাজ আদায় করা হয়েছে, তার হেফাজত করা একটি ঈমানী দায়িত্ব।

মসজিদ স্থানান্তর অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। মসজিদ এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, চাইলেই ওই মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না। সুরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে আকসা' বা 'বায়তুল মুকাদ্দাস', ভারতের বাবরি মসজিদ ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বিপন্ন, বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত মসজিদ উদ্ধার ও রক্ষায় মুসলমানদের দীর্ঘ সংগ্রামের মূল প্রেরণা হলো, মসজিদ স্থানান্তরের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও অনড় অবস্থান।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফজিলত

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদ-ই-নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

তাছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, 'সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে। ১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষ অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৭নং)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ্ নির্মাণ করে দেন।" (ইবনে মাজাহ্, সুনান, জামে ৬১২৮ নং)

"যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ্ নির্মাণ করবেন।" (ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, সহিহ তারগিব ২৬৫নং)

আর মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالأَبْصَار

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহ্কে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা; যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। (কুরআন মাজীদ ২৪/৩৬-৩৭)

কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ তার মুসল্লিদের নিয়ে জান্নাতে যাবে

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি মসজিদ তার মুসল্লিদের নিয়ে জান্নাতে যাবে। এটি একটি মনগড়া কথা। এর কোনো ভিত্তি নেই। এ ধরনের নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না।
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বা মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত হিসেবে উপরোক্ত কথা বলা হয়। অথচ এ বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে কাল কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তার মধ্যে একজন হল, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। মসজিদেই পড়ে থাকে যার অন্তর। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬০)

তাছাড়া জামাতে নামাযের ফযীলতের হাদীস, তেমনি মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের হাদীস ইত্যাদি। আমরা এসকল সহীহ হাদীস বলব; বানোয়াট কোনো কথা বলব না। আর এজাতীয় বানোয়াট কথাকে রাসূলের হাদীস হিসেবে বলা তো মারাত্মক গুনাহের কাজ।
দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনীত কিছু ঘর আছে, যেখানে বান্দা মহান আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাবনত হয়; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সেখানে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার।’ (মুসলিম, হাদিস : ১৪১৪)
মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূল কেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদে নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।

অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, 'সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে।

১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

আর মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত রাখা জরুরি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

আর মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত রাখা জরুরি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, মুসল্লিদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার

দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসা। মসজিদের সঙ্গে তাদের মন সম্পৃক্ত করে দেওয়া। কিয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন

দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনীত কিছু ঘর আছে, যেখানে বান্দা মহান আল্লাহর কুদরতি পায়ে সিজদাবনত হয়; আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। সেখানে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার।' (মুসলিম, হাদিস : ১৪১৪)

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র। এ কারণে রাসুল (সা.) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদ-ই-নববী স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।

অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকে। ইরশাদ হয়েছে, 'সাত ধরনের আমলের প্রতিদান মৃত্যুর পর কবরেও জারি থাকে।

১. যে ব্যক্তি কাউকে দ্বিনি ইলম শিক্ষা দেবে। ২. যে নদী প্রবাহিত করতে সহযোগিতা করবে। ৩. অথবা কূপ খনন করবে। ৪. অথবা গাছ রোপণ করবে। ৫. অথবা মসজিদ নির্মাণ করবে। ৬. অথবা কোরআন বিতরণ করবে। ৭. অথবা সুসন্তান রেখে যাবে যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করবে। (আল বাহরুজ জাখখার : ১৩/৪৮৪)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষ অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কিয়ামতের আলামত। লোকেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৯)

তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, মুসল্লিদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানুষদের আল্লাহর পথে নিয়ে

আসা। মসজিদের সঙ্গে তাদের মন সম্পৃক্ত করে দেওয়া। কিয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুক আমিন

মসজিদ মহান আল্লাহ তায়ালার ঘর। এই ঘর আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে মসজিদ নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ সভাপতি-সেক্রেটারি হওয়ার জন্য হামলা-মামলা পর্যন্ত করছে। অনেকে দায়িত্বে এসে মসজিদের নানা কাজ করে মানুষের নজরে আসার চেষ্টা করছে। অনেকে আবার মসজিদের টাকা নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। হিসাবের তোয়াক্কা না করে যার যেমন মন চায়, তেমনি করে তা খরচ করছে। মসজিদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মসজিদ উন্নয়নের কাজ করার পাশাপাশি মসজিদ পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

মসজিদ শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সিজদার স্থান। পরিভাষায় ওই স্থানকে মসজিদ বলা হয়, যার মালিক এই বলে বানিয়ে দিলো যে, আমি ওটাকে মসজিদ বানালাম এবং ওই স্থানে যাওয়ার রাস্তাও পৃথক করে দেয় এবং নামাজ পড়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেয়। যদি একজন মুসলমানও নামাজ পড়ে তাহলে মালিকের মালিকানা চলে যাবে। (কাওয়াইদুল ফিকহ-৪৮৩)

মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান : মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং কিয়ামত দিবসে মসজিদ ছাড়া পুরো পৃথিবী বিলীন হয়ে যাবে। আর এই মসজিদসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে এক স্থানে অবস্থান করবে এবং এগুলো জান্নাতে চলে যাবে। মহানবী সা: হাদিসে ইরশাদ করেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানসমূহ অতিক্রম করবে তখন তার ফলসমূহ ভোগ করো, কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! এর ফল ভোগ করার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, মসজিদে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লালাহু আল্লাহু আকবার'।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তারাই মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। ‘কেবল তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এবং নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। তাদেরই সৎপথপ্রাপ্তির আশা আছে।’ (সূরা তওবা-১৮) হজরত উসমান রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।’

মসজিদ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে যারা : আমাদের দেশে দেখা যায়, যারা এক সময় চোর, ডাকাত, মদপানকারী, সন্ত্রাসী, নিয়মিত কবিরা গুনাহে লিপ্ত ছিল এবং বর্তমানে যারা ফাসিকে জড়িত শ্রেণীর ব্যক্তিরা রয়েছে তারাই মসজিদে দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। আল্লাহ তায়ালা মসজিদে দায়িত্ব পালন করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যখন তারা নিজেদের কুফরির স্বীকৃতিদাতা। তাদের সব কর্ম নিষ্ফল এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে।’ (সূরা তওবা-১৭)

ক. পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া : মসজিদে যারা দায়িত্ব পালন করবে, তাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হবে যা আল্লাহ তায়ালার দেয়া শর্ত। ঈমানদারগণ ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ আল্লাহর ঘর মসজিদ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখে না, সম্মান করতে জানে না এবং মসজিদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে জানে না। স্বভাবতই ঈমানদারদের মসজিদের প্রতি টান বেশি থাকে।

খ. পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া : পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান। আখিরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না। তাই যিনি মসজিদের দায়িত্ব পালন করবে তাকে অবশ্যই আখিরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের মাধ্যমে পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। কাফের ও মুশরিকরা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

গ. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করা : যিনি মসজিদের দায়িত্ব পালন করবেন, তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতে পারবেন না। দুনিয়ার কোনো মানুষকে ভয় করে অথবা মানুষের তোষামোদি করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে এমন ধরনের মানুষ মসজিদের দায়িত্ব

পালন করতে পারেন না। একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

গ. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি হওয়া : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতসহকারে পড়া প্রত্যেক সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য ফরজ। মসজিদের যিনি দায়িত্ব পালন করবেন, তাকেও আমলদার অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায়কারী হতে হবে।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ : যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তদনুযায়ী কাজ করে তারাই মসজিদ নির্মাণ ও এর পরিচালনা করবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, ‘তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে মসজিদ নির্মাণ ও পরিচর্যা করতে দেখো, তখন তোমরা তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারো। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ করবে, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।’

মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : মসজিদ পরিষ্কার করলে তার জন্য অশেষ সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে বলে হাদিসে এসেছে। হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা: ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বিদূরিত করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।’ (ইবনে মাজাহ)

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যাতে মসজিদের আদবের সামান্যতমও খেলাফ হয়। যেহেতু মসজিদসমূহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। তাই, আল্লাহর এই নিদর্শনসমূহের সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি ঈমানদার মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উপসংহার

মসজিদ নির্মাণ এমন একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা।

কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

(শুরু টা নিজে থেকে লিখার চেষ্টা করছি না পেরে গুগল থেকে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে কপি করে লিখছি)